OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 403
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 395 - 403
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শতবর্ষে 'কল্লোল' পত্রিকা এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা

তীর্থঙ্কর ঘোষ
স্নাতকোত্তর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : tirthankarghosh806@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Kallol, Magazine, Literature, Atulprasad, Pragati, Muralidhar, Newspaper, sunitikumar, writers, Dhupchaya.

Abstract

If we look at the history of Bengali literature, we will see that one periodical has given considerable inspiration to the development of literature by exerting a special influence on thought creation and thinking. In the history of periodicals of Bengali literature after the First World War, one of the periodicals that appeared were 'Kallol' (1923 AD), 'Sanibarer Chithi' (1924 AD), 'Uttara' (1925 AD), 'Kalikalam' (1926 AD), 'Pragati' (1927 AD), 'Dhupchaya' (1927 AD) etc. The first editor of Kallol magazine was Gokulchandra Nag Mahashay. Among the writers, there was Buddhadev Bose, Jibanananda Das, Kazi Nazrul Islam, Premendra Mitra, Gokulchandra Nag, Achintyakumar Sengupta etc. The life portraits of the Lower-class people, the expression of flamboyant sexuality, and above all Rabindra opposition were the main features of the literary practice of the Kallol group of writers.

'Sanibarer Chithi' newspaper debuted exactly one year after 'Kallol' newspaper. Initially this magazine debuted as a weekly magazine but later it debuted as a monthly magazine. The first editor of this magazine was Yogananda Das Mahashay. Among the writers of this magazine are Abanindranath Tagore, Sunitikumar Chattopadhyay, Mohitlal Majumdar, Sajnikant Das etc. The main purpose of this magazine was to satirize the works that were published in the newspapers of that time. 'Uttara' is one of the newspapers published from North India. The first editors of this magazine were Atulprasad Sen and Radhakamal Mukhopadhyay. The stories, plays, articles published in this newspaper were of very high quality. Besides songs, sadhusang stories, translations etc. were published in this magazine. 'KaliKalam' magazine was published in 1926 AD under the editorship of Muralidhar Bose, Shailajananda Mukhopadhyay and Premendra Mitra. The magazine was a monthly magazine. Besides, one of the followers of "Kallol" Patrika is "Pragati" Patrika. Which was published under the editorship of Buddhadev Bose and Ajitkumar Dutt in 1927 AD. The main subject of this magazine is modernity. In addition to domestic stories and novels, foreign poetry and stories were featured in this magazine. 'Dhupchaya' Patrika was published in 1927 AD. The editor of this newspaper was Shri Renubhushan

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 403
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Gangopadhyay. Abanindranath Tagore, Shailendra nath Bhattacharya, Achintyakumar Sengupta and others are among the authors of the magazine. The magazine did not last long. For how long it lasted, this newspaper took a special place in the history of Bengali periodicals.

Discussion

লেখক এবং লেখকের সৃষ্টিকে পাঠকের নিকট পৌঁছে দিতে সাময়িক পত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের সম্ভার নিয়ে যখন একটি পত্রিকা পাঠকের নিকট পৌঁছায় তখন তা সাদরে গৃহীত হয়। পাঠকের সুস্থ রুচি গড়ে তুলতে, জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে এবং নতুন লেখকগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করতে সাময়িক পত্রের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক সাহিত্যে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এক মহাতরঙ্গ স্বরূপ বাংলায় আগমন ঘটে যায় 'কল্লোল' পত্রিকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে 'কল্লোল' পত্রিকা আধুনিক সাহিত্যের ধারাকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু এই পত্রিকা ছিল রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে সেহেতু পাঠকবর্গ সহজে এই পত্রিকাকে গ্রহণ করেনি। 'কল্লোল যুগ' যেমন গৌরবের সাথে উচ্চারিত হয় তেমনি এর পথ অত সহজ ছিল না। সমকালে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল 'কল্লোল' ও সমসাময়িক পত্রিকা 'কালিকলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি পত্রিকাকে। আজ 'কল্লোল' পত্রিকার একশো বছর পূর্তিতে আমরা তার জন্মলগ্নের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করব এবং 'কল্লোল' এর গৌরবে গৌরবান্বিত হব। এখন আমরা প্রথমেই সেই জন্মলগ্নের বর্ণনা দেব অর্থাৎ ধুলোপরা বইয়ের পৃষ্ঠার ধুলো ঝাড়ার চেষ্টা করব।

১৯১৩ এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সাহিত্যে এক স্মরণীয় বছর। কেননা একদিকে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তি ঘটে এবং অন্যদিকে মহাপ্রলয় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯খ্রীঃ) শুরু হয়। নোবেল প্রাপ্তির ১০ বছর এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ৫ বছর পর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আগমন ঘটে 'কল্লোল' পত্রিকার। 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকার বিদায়ের সুর তখন বেজে গেছে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যে সাধুরীতি প্রচলিত ছিল তার বাঁধন ছিন্ন করে চলিত ভাষার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪ খ্রীঃ) পত্রিকার হাত ধরে। এমনই সময় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সতীপ্রসাদ সেন, সুনীতি দেবী ও অন্যান্য তরুণ তরুণীর সম্মিলিত উদ্যোগ 'Four Arts Club' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির, ললিত কলা, সঙ্গীত ও নাটক সৃষ্টি এবং চর্চা করা। এঁদের প্রত্যেকের একটি করে গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'ঝড়ের দোলা' নামক গল্পগ্রন্থ। এই চতুষ্কলা সমিতি ছিল 'কল্লোল' পত্রিকার কল্পনারম্ভ।

অষ্টাদশ শতকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ অগাস্টাস হিকির হাত ধরে 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই পত্রিকায় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এবং টুকরো খবর স্থান পেত। ১৭৮০ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে যে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি হল যথাক্রমে– 'বেঙ্গল গেজেট', 'দি ক্যালকাটা ক্রনিকল', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার', 'ইন্ডিয়া অ্যাপেলো' এবং 'বেঙ্গল হরকরা'। এই পত্রিকাগুলি ভারতে প্রকাশিত হলেও এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ইউরোপীয় সাহেবরা। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পর্যন্ত সমকালকে পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশের সময়কাল বলে মন্তব্য করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্যার মার্শম্যান। এই পত্রিকার পর যে পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই পত্রিকা হল ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। যার প্রকাশনা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭০০ জন এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ৮৯ জন। এই সময় আর এক পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার নাম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে)। এই পত্রিকা বাঙালির কাছে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যে অনুধাবন করতে পারি –

> "অবশেষে বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 403
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকায় সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান, দর্শন, কৃষি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হত। এছাড়া এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের সমালোচনাও করা হত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পর বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, মননশীল রচনা প্রকাশনায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদ এবং প্রবন্ধ পরিবেশনায় এই পত্রিকা দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে তার উৎকর্ষ বজায় রেখে বাংলা সাহিত্যে তার অবাধ পথচলা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের ঠিক ৯ বছর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকা (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ)। তৎকালীন সাধু রীতি পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় চলিত রীতি অনুসরণ করে প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়, যার কান্ডারী বলা হয় বুদ্ধদেব বসুকে। যখন বাংলা সাহিত্যের সকল স্থানে রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ ঠিক সেই সময় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে 'কল্লোল' পত্রিকার। কল্লোল যুগের নাবিকদের উদ্দেশ্যই ছিল রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা, যেখানে স্থান পাবে মাটির খুব কাছাকাছি মানুষের কথা। আসলে কল্লোল যুগের মূল বৈশিষ্ট্যই হল রবীন্দ্র বিরোধিতা। বলা হয় নাকি 'কল্লোল' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। এই পত্রিকা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন –

> "যাকে কল্লোলযুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষ্যই বিদ্রোহ; আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[২]

এই কথার ভিত্তিতে আমরা কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারি। বাস্তবতার চর্চা, যৌনতার কুণ্ঠাহীন প্রকাশ, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র, নৈরাশ্যের ও যুগগত যন্ত্রণার প্রকাশ, সাম্যবাদী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আবেগ, রবীন্দ্র বিরোধী মানসিকতাই ছিল কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্য চর্চার মূল বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা বাংলার অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে তীব্র খাদ্য ও বস্ত্র সংকট আর অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাংলার নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। অন্যদিকে সৈন্যবাহিনী ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ না থাকায় বাংলার যুব সমাজের মধ্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিভাবেই তৎকালীন এই অস্থিরতার চিত্র কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের লেখনীতে ভাষারূপ পেয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পেষণে পৃষ্ট যুবসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের কল্যানব্রত, পবিত্রভাবের চেতনা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হল। ফলে রোমান্টিক ভাবালুতাকে বিসর্জন দিয়ে কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী ও কবিসাহিত্যিকেরা নেমে আসতে চাইলেন নগ্ন বাস্তবের মাটিতে। প্রেম সৌন্দর্যের ধারনাতেও রবীন্দ্র বিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। জৈবপ্রেমের কামনা বাসনার চিত্র, কদর্য জীবনের আদিম সৌন্দর্যকে রূপায়িত করলেন 'কল্লোল' এর লেখকরা।

আজ 'কল্লোল' পত্রিকার একশো বছর পূর্তিতে আলোচনা করতে বসে এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, একাঙ্ক নাটক এবং প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় যেসব কবিদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন - দীনেশ দাস, নজরুল ইসলাম, সুনীতি দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অচিন্ত্যকুমার সেন, অমিয় চক্রবর্তী, জসীমউদ্দিন প্রমুখ। এই পত্রিকায় যাঁদের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শান্তি দেবী, হলোধর সেন, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। এই পত্রিকায় ১১টি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন - গোকুল নাগের 'পথিক', শৈলজানন্দের 'পান্থবীণা', অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় যেসব একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল- মণীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাটালি', মন্মথ রায়ের 'চরকা' ও 'মাতৃমূর্তি', অচিন্ত্যকুমারের 'মুক্তি' প্রভৃতি। এছাড়া হুমায়ুন কবীর, নীহাররঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ লেখকদের লেখনী 'কল্লোল' পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সর্বমোট ১২টি রচনা। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দীনেশরঞ্জন দাশের ২টি রচনা, যথা – 'কল্লোল' নামক কবিতা এবং 'ফুলের আকাশ' নামক গল্প। প্রসঙ্গক্রমে দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল' কবিতার কয়েকটি উদ্বৃতি উল্লেখ করা হল -

> "আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 403
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।"[৩]

এই কবিতা পড়লে বোঝা যায় এতে কোনো রবীন্দ্র প্রেমচেতনা নেই বরং তা সম্পূর্ণ আলাদা গোছের রচনা।

কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দ দাশ এই পাঁচজন কবি বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে পরিচিত। এই পঞ্চপান্ডবই ছিল কল্লোল যুগের কান্ডারী। তবে কাজী নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অবনীনাথ রায়ের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ আর সহকারী সম্পাদক ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। পত্রিকা প্রকাশের মূলনীতি যিনি নির্ধারণ করতেন তিনি হলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। অর্থসামর্থ্য কম থাকার কারণে বিজ্ঞান সংগ্রহ, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রণ কার্যের তদারকি সবই তিনি একাই করতেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ। সেই সময় পত্রিকার অফিস ছিল ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দীনেশরঞ্জন দাশের মেজ দাদা বিভুরঞ্জনের দুই কামড়ার বাড়ি। প্রথমে দীনেশরঞ্জন তার এক বন্ধুর প্রেসে এই পত্রিকার ছাপার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে আরও অন্যান্য প্রেস থেকে এই পত্রিকা ছাপানোর ব্যবস্থা তিনি করেন। ছাপাখানা গুলি অবস্থিত ছিল ১১১/৪ মানিকতলা স্ট্রিট, ৩৩/এ মদনমিত্র লেন, ২/এ অক্রুর দত্ত লেন, ২৯/এ রমাকান্ত মিস্ত্রী লেন প্রভৃতি। প্রেসগুলি হল- কোহিনূর প্রেস, বাণী প্রেস, রহস্যলহরী প্রেস, প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই পত্রিকা যে বাংলা সাহিত্যের ধারাটি রচনা করেছিল তা 'কল্লোল যুগ' নামে খ্যাত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে দীনেশরঞ্জন দাশ ও মুরলীধর বসুর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে অনেক লেখক কল্লোলগোষ্ঠী থেকে চলে যান। পত্রিকাটি সমাজে যেমন জনপ্রিয়তার সহিত আদৃত হয়েছিল তেমনি নিন্দিতও হয়েছিল। বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সাথে লড়াই লেগেই থাকত। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সর্বমোট বারোটি রচনা। যার প্রত্যেকটি ছিল ফোর আ আর্টস ক্লাবের সদস্যদের রচনা। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত দীনেশরঞ্জনের দুটি রচনার মধ্যে অন্যতম হল 'কল্লোল' নামক কবিতা এবং 'ফুলের আকাশ' নামক গল্প। এছাড়া গোকুলচন্দ্র নাগের ধারাবাহিক উপন্যাস 'পথিক' এবং সুনীতি দেবীর উপন্যাস 'বীণা' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় যে সকল কবিদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণুদে, জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসু। তবে কাজী নজরুল ইসলাম, অবনীন্দ্রনাথ রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখতেন। পরবর্তীকালে দীনেশরঞ্জন দাশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'কল্লোল' সমসাময়িক যে সকল পত্রপত্রিকার আবির্ভাব ঘটে তার মধ্যে অন্যতম পত্রিকা হলো 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা। এই সপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাশ মহাশয়। এই পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই। প্রথম প্রকাশলগ্নে এর সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাশ মহাশয়। তবে ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দ বা ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ সংখ্যা থেকে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সজনীকান্ত দাস মহাশয়। প্রথম প্রকাশে এই পত্রিকার আঁকার ছিল ডবল ক্রাউন আর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং খামের উপরে চিত্রিত ছিল চাবুক প্রহরারত এক বীর পুরুষের মূর্তি। মূল্য ধার্য করা হয়েছিল সংখ্যা প্রতি এক আনা। এই পত্রিকার ২৭তম সংখ্যা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় পর আবার বন্ধ হয়। তারপর দশ মাস পর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে এই পত্রিকা মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। নীরদচন্দ্রের সাথে সজনীকান্তের মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সম্পাদকের পথ থেকে ইস্তফা দেন এবং সজনীকান্ত সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকা পরে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস থেকে শুরু করে সজনীকান্তের মৃত্যু পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়।

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যেসব লেখকদের লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত তাঁরা হলেন- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুবিমল রায়, সজনীকান্ত দাস যোগানন্দ দাশ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। এই পত্রিকার কয়েকটি বিভাগ ছিল যথা- 'সংবাদ সাহিত্য', 'মনিমুক্তা', 'প্রসঙ্গ কথা' ইত্যাদি। 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগের স্থান পেয়েছিল সমকালীন সাহিত্যের নানা তথ্য। 'মণিমুক্তা' বিভাগে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং তির্যক মন্তব্য প্রকাশিত হত আর 'প্রসঙ্গ কথা' বিভাগে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে নানা লেখা প্রকাশিত হত। নানা কার্টুনের ছবি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এছাড়া বিভিন্ন ব্যঙ্গধর্মী নাটক, কবিতা, উপন্যাস, গল্প এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত।

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার ভাষা ছিল ব্যাঙ্গার্থক এবং তির্যক। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন লেখকদের বিভিন্ন সাহিত্য নিয়ে সমালোচনার ব্যঙ্গময় ভাষার তীর্যক বাণে সমালোচিত করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রচনা এই পত্রিকার সংখ্যায় সংখ্যায় সমালোচনা করে সমকালীন জনসমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল এই পত্রিকা। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এইসব লেখকদের যে লেখায় প্রকাশিত হত তা 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার মনোপুত না হলে কার্টুনের মাধ্যমে তাদের লেখা নিয়ে রসিকতা করা হত। তবে উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রসিকতার শিকার হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই তার কোন না কোন কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার সাথে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে এই পত্রিকার দ্বন্দ্ব ছিল আক্রমণাত্মক। তবে এই পত্রিকার শুরুর দিকে ব্যাঙ্গার্থ লেখা প্রকাশিত হলেও শেষের দিকে সৃজনশীল লেখাও প্রকাশিত হয়। তাই বলা যায় এই পত্রিকা শুধুমাত্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপেই শেষ হয়ে যায়নি, পরবর্তীকালে তৎকালীন লেখকদের বিভিন্ন মৌলিক রচনাও এই পত্রিকায় জনপ্রিয়তার সাথে প্রকাশিত হয়ে আধুনিক বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিল।

'কল্লোল' সমসাময়িক উত্তর ভারত থেকে যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল 'উত্তরা' পত্রিকা। উত্তর ভারতের কাশি, কানপুর প্রভৃতি স্থানে সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তির অভাব ছিল না। এই সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়। তিনি পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি তার মাতুলের কন্যা হেমকুসুমকে বিবাহ করার মনস্থির করেন। কিন্তু ভারতীয় আইনে এই ধরনের বিবাহের অনুমোদন না থাকায় তিনি আবার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বারের জন্য বিলেতে যান এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বিবাহ করেন। দেশে ফিরে এসে আত্মীয় স্বজনের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনায় দগ্ধ হয়ে তিনি লখনউ গিয়ে বসবাস শুরু করেন। যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তিনি সংগীত চর্চা এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাহিত্যচর্চার সুবাদে তিনি একটি সাহিত্য বিষয়ক সংস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই কাজে তাকে সাহায্য করেন রাধা কমল মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, ললিত মোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ। সংস্থাটির নামকরণ করা হয় 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। এই সংস্থার প্রথম সম্মেলন শুরু হয় ২০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে। তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল লখনউতে এবং সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। এই সম্মেলনেই 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'উত্তরা' পত্রিকা।

'উত্তরা' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন এবং রাধা কমল মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। 'উত্তরা' নামটি অতুলপ্রসাদেরই দেওয়া। সাধারণত প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল চার আনা। পরে বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক সডাক চার টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ৩৭ পয়সা। প্রথম থেকেই এই পত্রিকাটি আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়েছিল। অধিবেশনে যাঁরা আর্থিক সহায়তা করবে বলেছিল তাঁরা আর পরবর্তীকালে এগিয়ে আসেনি। সুরেশচন্দ্রের উৎসাহ

ও উদ্যোগে শিল্পী অসিতকুমার হালদারের দ্বারা এই পত্রিকার প্রচ্ছদ পত্রের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর মনস্থির করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে এই পত্রিকার প্রথম পথ চলা শুরু হবে। অবশেষে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, মঙ্গলবার, শুভ মহালয়ার দিনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে 'উত্তরা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'উত্তরা' পত্রিকায় যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল - গোপীনাথ কবিরাজের 'গৌড়ীয় যুগ শাস্ত্র', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মনোবিজ্ঞান', ফণীভূষণ অধিকারীর 'এক ও বহু' ইত্যাদি। এছাড়া এই পত্রিকায় অতুলপ্রসাদের একাধিক গানও প্রকাশিত হয়েছিল। যেসব কবিদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন - কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু ,অজিত দত্ত, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখকবৃন্দের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। তাঁদের রচনায় স্থান পেয়েছিল মানুষের জীবনচর্যা এবং উদাম যৌনতা। এই পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল অতি উচ্চমানের। রবীন্দ্রনাথের সাথে এই পত্রিকার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁকে নিয়ে অন্যান্য লেখকদের নানা লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল - প্রবোধকুমার সেনের 'রাবিন্দ্রিক ছন্দ', সন্তোষ কুমার দে'র 'রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড', নরেন্দ্র দেবের 'সৌন্দর্য সাধক রবীন্দ্রনাথ', পরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্র শিল্প প্রসঙ্গ' ইত্যাদি। অন্যান্য পত্রিকার মতো এই পত্রিকারও কয়েকটি বিভাগ ছিল, যথা- 'প্রবাসী বাঙালি', 'সপ্তধারা', 'আহরণী', 'সংকলন', 'বিবিধ' ইত্যাদি। 'প্রবাসী বাঙালি' বিভাগে থাকত বিদেশে থাকা বাঙ্গালিদের নানা খবর। 'সপ্তধারা' বিভাগে থাকত বিভিন্ন অবাঙালি লেখকদের বিখ্যাত রচনার অনুবাদ। 'আহরণীতে' থাকত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্র পত্রিকার সংবাদ। 'সংকলন' বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ লেখাকে পুনরায় মুদ্রিত করা হত। আর 'বিবিধ' ভাগে থাকত বৈচিত্রপূর্ণ সংবাদ। এছাড়া বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী ও সাধুসঙ্গের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল 'উত্তরা' পত্রিকায়। 'উত্তরা' পত্রিকার কার্যালয় ছিল লখনউতে। পরে কাশিতে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কাশি থেকে। কিন্তু দূরত্ব জনিত অসুবিধার কারনে এই পত্রিকার নিজস্ব ছাপাখানা হয়। তবে প্রথম দিকে এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি সংখ্যা যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়। সপ্তম সংখ্যা থেকে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাই এই পত্রিকার বাধাহীন পথ চলায় অতুলপ্রসাদ সেনের সাথে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত করতে হয়। তিনি ৪১ বছর ধরে 'উত্তরা' পত্রিকার ধ্বজাকে উড্ডীয়মান রেখে এই পত্রিকায় বাংলার এবং বাংলার বাইরের বিভিন্ন লেখকদের লেখাকে স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাকে বিশেষ স্থান করে দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যেমন নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয় তেমনি নতুন নতুন পত্রিকারও আগমন ঘটে কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ঠিক তেমনই ঘটেছিল কল্লোল যুগেও। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সকল পত্রিকা তৎকালীন সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে 'কালিকলম' পত্রিকা ছিল অন্যতম। 'কল্লোল' পত্রিকার সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল মুরলীধর বসুর। 'কল্লোল' পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহে তাঁর তৎপরতার অভাব ছিল না। কিন্তু তৎকালীন 'সংহতি' পত্রিকা ২ বছর চলার পর বন্ধ হয়ে গেলে মুরলীধর বসু নতুন পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে 'কালিকলম' পত্রিকা। বলা যেতে পারে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য সৃষ্টি তা 'কালিকলম' পত্রিকার আত্মপ্রকাশে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কালিকলম' মূলত একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায়। কর্মসচিব ছিলেন শিশির কুমার নিয়োগী। সাহিত্যপ্রেমী শিশির কুমার পত্রিকার জন্য অর্থ যোগাতেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত কলেজস্ট্রিটের বরোদা এজেন্সি থেকে। টেকসই অ্যান্টিক কাগজে ছাপা 'কালিকলম' পত্রিকার সাইজ ছিল ডবল ক্রাউন, যার প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ৪ আনা। বার্ষিক ডাক মাশুল ছিল সাড়ে তিন টাকা। এই পত্রিকা প্রতি মাসের ৩০ তারিখেই প্রকাশিত হত।

'কালিকলম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনা ছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস'। তিনি ছদ্মনামে রচনা করেন 'দিদিমণি' নামক গল্প। তার 'মাটির রাজা' গল্প প্রকাশিত হত ধারাবাহিকভাবে। 'বায়োস্কোপে ভালোবাসার ছবি'

প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পাঁক’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় পর্ব থেকে। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তার ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ নামক গল্পটি। এই পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মগের মুলুক’ এবং ‘মানুষের মানে চাই’ নামক কবিতা এবং শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘ভাঙ্গা যন্ত্র মরা পাখি’ ও ‘আমাদের রাস্তা’ নামক কবিতা। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুল ইসলামের ‘মাধবীপ্রলাপ’ নামক কবিতা। এই কবিতায় দেহজ আবেদন এবং অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের অভিযোগ ওঠে। জীবনানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘পতিতা’ কবিতা দিয়ে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য যে কবিতা গুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি হল- ‘মরীচিকার পিছে’, ‘শেষ শয্যায়’, ‘কিশোরের প্রতি’, ‘নবজীবনের লাগি’, ‘সুদূর বিধুর কবি’, ‘ওগো দরদীয়া’, ‘বেদিয়া’, ‘যুবা অশ্বারোহী’, ‘আজ’, ‘ফসলের দিনে’ ইত্যাদি। জীবনানন্দের সর্বমোট ১৭টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। শুধু জীবনানন্দ দাশ কিংবা নজরুল নয় অন্নদাশঙ্করও এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তিনি প্রথম সংখ্যায় স্বনামে লিখলেও পরবর্তী তিনটি সংখ্যায় লিখতেন ছদ্মনামে। এই পত্রিকাকে সচিত্র মাসিক পত্রিকা বলে আখ্যায়িত করলেও রেখা চিত্র কখনো ছাপা হয়নি।

‘কালিকলম’ পত্রিকায় শুরু থেকে তৃতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পাতাজোড়া ছবি প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের, তৃতীয় সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন দাশের, চতুর্থ সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়। আলোকচিত্রের পরিবর্তে কখনো ছাপা হয়েছে চারুচন্দ্র রায়ের বা সদাচরণ উকিলের আঁকা ছবি। এমনকি বিদেশি লেখকদের আঁকা ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল। ‘কালিকলম’ পত্রিকার একটি বিভাগের নাম হল ‘চয়নিকা’। এই বিভাগে অনেক প্রথিতযশা লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া গানের সাথে গানের স্বরলিপিও প্রকাশিত হত ‘কালিকলম’ পত্রিকার পাতায় পাতায়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিত্রবহা’, নিরুপম গুপ্তের ‘শ্রাবণ ঘন গগন মোহে’ রচনা নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। তবে এই পত্রিকাও দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে প্রথমে প্রেমেন্দ্র মিত্র সরে যান, তারপর শৈলজানন্দ সরে যান। মুরলীধর বসু তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর চরম আর্থিক সংকটে পড়েন এবং অবশেষে এই পত্রিকার রাশ টানেন।
কল্লোল যুগের ‘কল্লোল’ পত্রিকার আরেকটি অনুসারী পত্রিকা হল ‘প্রগতি’ পত্রিকা। ‘প্রগতি’ একটি সাহিত্য পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। পুরানা পল্টনের একটি খুব সাধারণ টিনের ঘরে ছিল ‘প্রগতি’ পত্রিকার কার্যালয়। ‘পুরানা পল্টন’ প্রবন্ধের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক –

> “নিতান্তই বরাত জোরে আমি আই. এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিলাম; তার খবর যেদিন পেলাম প্রায় সেদিনই সবাই মিলে ঠিক করা গেল যে প্রগতি ছেপে বের করতে হবে। হিসাব করে দেখা গেল মাসে একশো টাকা হলে পায়ে টুয়ে একটি পত্রিকা চলে। এরকম নিজেদের ভিতর থেকে সহজেই দশ জন লোক পাওয়া গেল যারা প্রতি মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দেবে। আমি দিতে পারব কিনা সেটাই ছিল সন্দেহ, আমার বৃত্তি পাবার খবরে সে দুর্ভাবনা ঘুচে গেল।”[৪]

উপরের উদ্ধৃতি দেখে সহজে বোঝা যায় ঠিক কতটা কষ্ট করে এই পত্রিকা ছাপা শুরু হয়েছিল। সাধারণ টিনের ঘরের ‘প্রগতি’র কার্যালয়ে আড্ডা বসাত বুদ্ধদেব বসু, অজিত কুমার দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য, পরিমল রায়, মনিশঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা। এভাবেই ত্রিশের দশকে ‘প্রগতি’ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের কণ্ঠস্বর।

সাহিত্যে আধুনিকতাই ছিল ‘প্রগতি’র প্রধান বিষয়। আধুনিকতা বিষয়ে তরুণ লেখকদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ‘কল্লোল’ পত্রিকার চেয়ে ‘প্রগতির’ বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। ‘প্রগতি’ পত্রিকার আধুনিক সাহিত্যচর্চা সাহিত্যে শৃঙ্খলা বোধের ঊর্ধ্বে ছিল। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে তৎকালীন রবীন্দ্রধারার সাহিত্যিকগণ অশ্লীলতার অভিযোগ তোলেন। সেকালের প্রক্রিয়াশীল সাহিত্য পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’র সাথে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল। তাদের বিরূপ মন্তব্যে ‘প্রগতি’ থেমে থাকেনি। ‘প্রগতি’ পত্রিকা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ব সাহিত্যকে ধারণ

করা। 'প্রগতি'র প্রতিটি সংখ্যাতে স্থান পেত বিদেশী কবিতা, গল্পের অন্য স্বাদ ও বিদেশী সাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। জীবনানন্দের অনেক কবিতা বুদ্ধদেব বসু এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন খুব শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে। বুদ্ধদেব বসুর 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে' প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় –

> "যাদের রচনা প্রচুর পরিমাণে ছাপা হত তাদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।"[৫]

এরপরেই এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন –

> "পত্রিকার সূত্রপাত থেকে জীবনানন্দের লেখা সেখানে বেরিয়েছে এরকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন কোন লেখা বেরিয়েছিল সেটা স্পষ্ট ভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিল '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'।"[৬]

এই পত্রিকায় জীবনানন্দের আরো অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে যখন সমালোচনার ঝড় উঠতো তখন বুদ্ধদেব বসু ক্ষিপ্ত হতেন। এমনকি বিষ্ণু দের অনেক লেখা এই কবিতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এই পত্রিকায় অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে লিখতেন তাঁরা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তবে এই পত্রিকা স্বল্পায়ু হলেও আমরা বলতে পারি ক্ষণিক আলোয় 'প্রগতি' পত্রিকা অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তাই পত্রপত্রিকার ধারায় এই পত্রিকা উজ্জ্বল আসনে আসীন রয়েছে আজও প্রায় ১০০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে।

বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের দিনে যে যে পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম পত্রিকা হল 'ধূপছায়া'। এই 'ধূপছায়া'র জন্ম হয়েছিল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। 'কল্লোল-কালিকলম এবং ধূপছায়া' ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবর্তক এবং পরিপোষক। অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা ছিল বাংলা সাহিত্যের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা অন্যান্য পত্রিকার পাশাপাশি 'ধুপছায়া' কেউ সমালোচনা করে বলেছে আধুনিকতাপন্থী ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।

'ধূপছায়া' পত্রিকাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন এই পত্রিকার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল আড়াই টাকা। এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন শ্রী রেনুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'ধুপছায়া'র নিয়মাবলী ছিল আর পাঁচটা পত্রিকার মতনই। ৭৯/২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় যে যে সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল -অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আনার কলি', শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'জংলা পাখি', জ্যোৎস্নানাথ চন্দ্রের 'মাটির খেলা', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সাত খুন মাপ' ইত্যাদি। এই পত্রিকাটিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব পত্রিকাটি আকারে ও প্রকারে কোনরকম জৌলুস ছিল না। প্রত্যেক সংখাতে লেখার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি ছিল না। তবু 'ধূপছায়া'কে অতি আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয় তার কারণ পত্রিকাটি কখনো সাহিত্য শাসকের স্তাবকতা করেনি বরং নতুন সাহিত্যের পোষকতা করেছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'জংলা পাখি' গল্পে আমরা দেখি চোখের বিদ্যুৎ দ্বিগুণ করে একটি কাজের মেয়ে কাজের বাড়ি কাজ করতে যায়। তার ভিজে কাপড়ে যৌবন যখন উথলে ওঠে তখন বাবুলাল চোখ তুলে চাইতে পারে না তার দিকে। এই গল্পে অশ্লীলতা আছে বলে মনে করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সজনীকান্ত দাশ মহাশয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'সাত খুন মাপ' গল্পে আমরা দেখি সাত আগুনে পোড়া গরিব মানুষের কাহিনী। কাঠের ঘোড়া, সজনে গাছ, উয়ের ঢিবি, চাল কুমড়োর লতা এক করে বুড়া বেচারাম এর জগতে সাত খুন হয়ে যায়। একটি একটি খুন হয় আর সে ক্ষুরে শান দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে তিন বছর জেল খাটে বেচারাম। এই গল্পগুলির বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুনত্ব অবশ্যই চোখে পড়ে।

'ধূপছায়া' কত দিন চলেছিল এবং পত্রিকাটির মোট কতগুলি সংখ্যা বেড়িয়েছিল তা নির্ণয় করে বলা কঠিন কারণ পত্রিকাটির সামগ্রিক ফাইল পাওয়া যায়নি। তবে 'ধূপছায়া' যে ক্ষীনকাল ও অল্পজীবি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা জানা গেছে যে, রেনুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। পত্রিকাটির গ্রাহকও সংখ্যা ছিল সীমিত। তৎসত্ত্বেও রেনুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় যতদিন পেরেছেন নিজের টাকায় এই পত্রিকাটি চালিয়ে গিয়েছিলেন।

আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল' ও সমসাময়িক পত্রিকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রযুগে প্রকাশিত হয়েও রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে 'কল্লোল' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কল্লোল' এবং সমসাময়িক পত্রিকাগুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে 'কল্লোল' ও সমসাময়িক পত্রিকাগুলি বাঙালির মনিকোঠায় আজও বিশেষ জায়গা করে আছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৮৮১, পৃ. ৬৪
২. বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, দেজ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৮৮
৩. দাশ, দীনেশরঞ্জন, কল্লোল পত্রিকা- প্রথম সংখ্যা, পটুয়াটোলা লেন, পৃ. ১
৪. বসু, বুদ্ধদেব, পুরানা পল্টন, দেজ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৩০৮
৫. বসু, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ দাশ স্মরণে, দেজ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ১০১
৬. বসু, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ দাশ স্মরণে, দেজ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ১০২